

৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি

১. কোনটি বাগধারা বোঝায়?

- ক. চৈত্র সংক্রান্তি খ. পৌষ সংক্রান্তি
গ. শিরে সংক্রান্তি ঘ. শিব-সংক্রান্তি উ: গ

বিদ্যাবাহি

‘শিরে সংক্রান্তি’ বাগধারাটির অর্থ আসন্ন বিপদ। চৈত্র সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি ও শিব সংক্রান্তি এগুলো বাগধারা নয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা-

কান কাটা- নির্লজ্জ

ঠোঁট কাটা- বেহায়া

কাকনিদ্রা- অগভীর সতর্ক নিদ্রা

কাক ভূষণ্ডি- দীর্ঘায়ু ব্যক্তি

ভূশান্তির কাক- দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ

ব্যক্তি।

২. কোনটি মৌলিক শব্দ?

- ক. মানব খ. গোলাপ
গ. একাক্ষ ঘ. ধাতব উ: খ

বিদ্যাবাহি

‘গোলাপ’ শব্দটি মৌলিক শব্দ। কারন গোলাপা শব্দটাকে ভেঙে আলাদা করলে কোন অর্থ পাওয়া যায় না। মনু + ষণ্ড = মানব, এটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ। ধাতু + ষণ্ড = ধাতব, একটি বিশেষণ পদ। ধাতব এর বাংলা অর্থ ধাতু ঘটিত। একাক্ষ সন্ধি গঠিত শব্দ। যেমন: এক + অক্ষ = একাক্ষ।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা?

- ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা উ: ঘ

বিদ্যাবাহি

‘বাংলা সাহিত্যের কথা’ গ্রন্থটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা। ‘বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত’ তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক আরও একটি গ্রন্থ। ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ এর রচয়িতা ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক আরও একটি গ্রন্থ। ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ এর রচয়িতা ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান।

৪. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সংকলন সম্পাদকের নাম কী?

- ক. মুনীর চৌধুরীখ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. গাজীউল হক উ: ==

বিদ্যাবাহি

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সংকলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ এর সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। এটি প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৫৩ সালে। মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ‘কবর’ নাটকের রচয়িতা। গাজীউল হক একুশের প্রথম গান ‘ভুলব না ভুলবনা একুশে ফেব্রুয়ারি....।’ এর রচয়িতা।

শামসুর রাহমানের ‘বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযুদ্ধ’
মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা- আন্দোলনভিত্তিক কবিতা।

৫. নিচের কোন বানানগুলো বানানই
অশুদ্ধ?

- ক. নিক্কণ, সূচত্র, অনুর্ধ্ব
খ. অনূর্বর, উর্ধ্বগামী, শুদ্যশুদ্ধি
গ. ভূরিভূরি, ভূঁড়িওয়ালা, মাতৃষসা
ঘ. রানি, বিকিরণ, দুরতিক্রম্য উ: ক

বিদ্যাবাষ্টি

নিক্কণ, সূচত্র, অনুর্ধ্ব এর সঠিক বানান
যথাক্রমে- নিক্কণ, সূচত্র এবং অনুর্ধ্ব। নিক্কণ
শব্দে স্বভাবতই ‘ণ’ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘সূচত্র’
শব্দটি সন্ধির নিয়মে গঠিত এবং অনুর্ধ্ব শব্দটি
উপসর্গ যোগে গঠিত।

৬. বাংলাদেশে ‘গ্রাম থিয়েটার’-এর প্রবর্তক কে?

- ক. মমতাজউদ্দীন আহমদখ. আব্দুল্লাহ আল
মামুন
গ. সেলিম আল দীনঘ. রামেন্দু মজুমদার
উ: গ

বিদ্যাবাষ্টি

বাংলাদেশ ‘গ্রাম থিয়েটার’ এর প্রবর্তক সেলিম
আল দীন। তাঁকে নাট্যাচার্যও বলা হয়। তাঁর
গুরুত্বপূর্ণ নাটক- হাতহদাই, চাকা,
কিত্তনখোলা, হরগজ, যৈবতী কন্যার মন
ইত্যাদি। মমতাজউদ্দীন আহমেদ একজন
নাট্যকার এবং থিয়েটার শিল্পী। তার
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক কী চাহ শঙ্খচিল,
বকুলপুরের স্বাধীনতা। আব্দুল্লাহ আল মামুন
‘নাট্যসংগঠন থিয়েটার’ এর প্রতিষ্ঠাতা
সদস্য। তার বিখ্যাত নাটক- সুবচন
নির্বাসনে, এখনও দুঃসময়, আয়নায় বন্ধুর
মুখ ইত্যাদি। রামেন্দু মজুমদার ঢাকার মঞ্চ

নাটকে পথিকৃৎ। তিনি ‘থিয়েটার’ পত্রিকার
সম্পাদক।

৭. ‘সমভিব্যাহারে’ শব্দটির অর্থ কী?

- ক. একাত্রতায় খ. সমান ব্যবহারে
গ. সম ভাবনায় ঘ. একযোগে উ: ঘ

বিদ্যাবাষ্টি

‘সমভিব্যাহারে’ শব্দটির অর্থ একযোগে। এটি
একটি উপসর্গ সাধিত শব্দ। শব্দটিতে চারটি
উপসর্গ রয়েছে। সমভিব্যাহারে = সম +
অভি + বি + আ + হার। এখানে মূল শব্দটি
হার।

৮. শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস
বলে?

- ক. ভাবরস খ. মধুর রস
গ. প্রেমরস ঘ. লীলারস উ: খ

বিদ্যাবাষ্টি

শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে মধুর রস
বলা হয়। বৈষ্ণবপদাবলী মধ্যযুগের বাংলা
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বৈষ্ণব পদাবলীতে
পাঁচটি রসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা- শান্ত,
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। উল্লেখ্য
বাংলা সাহিত্যে রস ৯ প্রকার। যথা- শৃঙ্গার,
বীর, রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য, অদ্ভুত, করুণ,
ভয়ানক এবং শান্ত।

৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ
বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?

- ক. Buddhist Mystic songs
খ. চর্যাগীতিকা
গ. চর্যাগীতিকোষ
ঘ. হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান
ও দোহা উ: ক

বিদ্যাবাষ্টি

‘Buddhist Mystic Songs’ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ২৩ জন কবি বা পদকর্তার নাম জানা যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনুমান চর্যাপদের নাম ছিল চর্যাগীতিকোষ এবং এর সংস্কৃত টীকার নাম ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’। ‘চর্যাগীতিকা’ গ্রন্থটি মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আনোয়ার পাশা কর্তৃক রচিত। ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থ।

১০. ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক কে?

ক. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

গ. চন্দ্রকুমার দে

ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন

উ: গ

বিদ্যাবাহু

পূর্ববঙ্গ গীতিকার লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক ছিলেন চন্দ্রকুমার দে। গীতিকাগুলো ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। তিনি ময়মনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার একজন খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক ও লোকগাথার সংগ্রাহক। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলি- ঠাকুরমান বুলি, ঠাকুরদাদার বুলি, ঠানদিদির থলে ইত্যাদি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা। তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিতম্নস’ পুঁথির সংগ্রাহক। ড. দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে পালাগুলো সম্পাদন

করেন, যা ১৯২৬ সালে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়।

১১. ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’-এর অর্থ কী?

ক. কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয়

খ. কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়

গ. কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়

ঘ. কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়

উ: খ

বিদ্যাবাহু

চর্যাচর্য অর্থ আচরণীয় ও অনাচরণীয়; পালনীয় ও বর্জনীয়। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় অর্থ কোনটি আচরণীয় আর কোনটি নয়। চর্যাপদে তৎকালীন জীবনযাত্রার নানা আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

১২. ‘গৌরক্ষ বিজয়’ কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনি অবলম্বনে লেখা?

ক. শৈবধর্ম খ. বৌদ্ধ সহজয়ান

গ. নাথধর্ম ঘ. কোনোটি নয়

বিদ্যাবাহু

‘গৌরক্ষ বিজয়’ নাথধর্মের কাহিনী নিয়ে লেখা এর লেখক নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। শৈবধর্মে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ সত্ত্বাকে শিব নামে অবিহিত করা হয়। বৌদ্ধ সহজয়ান মহাযান বৌদ্ধধর্মীয় একটি মতবাদ। খ্রিস্টীয় ৮ম-১২শ শতকের মধ্যে এর বিকাশ ঘটে। চর্যাপদের কবিরা বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন।

১৩. শাক্ত পদাবলির জন বিখ্যাত-

ক. রামনিধি গুপ্ত খ. দাশরথি রায়

গ. এন্টনি ফিরিঙ্গি ঘ. রামপ্রসাদ সেন

বিদ্যাবাহু

শাক্ত পদাবলীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন রামপ্রসাদ সেন। শাক্ত পদাবলীর অধিষ্ঠাত্রী

দেবী মা কালী। রামপ্রসাদ সেনের উপাধি কবিরঞ্জন। তিনি রামপ্রসাদী ও শ্যামাসঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। রামনিধিগুপ্ত বা নিধু বাবু হলেন টপ্পা গানের জনক। দাশরথি রায় বা দাশু রায় পাঁচালিকার হিসেবে প্রসিদ্ধ। এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রথম ইউরোপীয় বাংলা ভাষার কবিয়াল। তিনি একজন পর্তুগীজ। তিনি কবিগানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

১৪. ‘অলৌকিক ইন্সটিমার’ গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. হুমায়ূন আজাদ
খ. হেলাল হাফিজ
গ. আসাদ চৌধুরী
ঘ. রফিক আজাদ
উ: ক

বিদ্যাবাহি

‘অলৌকিক ইন্সটিমার’ গ্রন্থের লেখক হুমায়ূন আজাদ। তার পিতৃপ্রদত্ত নাম হুমায়ূন কবির। তিনি ভাষা ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ ‘লাল নীল দীপাবলী বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী’, এবং ‘কত নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী’ এর রচয়িতা। হেলাল হাফিজ বাংলাদেশের একজন আধুনিক কবি। তার একটি গ্রন্থ ‘যে জলে আগুন জ্বলে’। আসাদ চৌধুরী একজন কবি ও সাহিত্যিক। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে- তবক দেওয়া পান, বিত্ত নাই বেসাত নাই, জলের মধ্যে লেখাজোখা উল্লেখযোগ্য। রফিক আজাদ একজন কবি ও সাংবাদিক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে ‘চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া’ হাতুড়ির নিচে জীবন’ ইত্যাদি।

১৫. ‘Custom’ শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ?

ক. আইন
খ. প্রথা
গ. শুল্ক
ঘ. রাজস্বনীতি
উ: খ

বিদ্যাবাহি

Custom শব্দের পরিভাষা প্রথা। কিন্তু customs শব্দের পরিভাষা শুল্ক। Fiscal

Policy অর্থ রাজস্বনীতি এবং law এর অর্থ আইন।

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় ‘কালাপাহাড়’- কে স্মরণ করেছেন কেন?

ক. ব্রাহ্মণযুগে নব মুসলিম ছিলেন বলে
খ. ইসলামের গুণকীর্তন করেছিলেন বলে
গ. প্রাচীন বাংলার বিদ্রোহী ছিলেন বলে
ঘ. প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কার-বিদ্বেষী ছিলেন বলে
উ: ঘ

বিদ্যাবাহি

সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘মানুষ’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কালাপাহাড়কে স্মরণ করেছেন। কারণ কালাপাহাড় ছিলেন প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কার বিদ্বেষী। তিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং নিয়মিত বিষ্ণুপূজা করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তিনি কালাপাহাড় নামে পরিচিত।

১৭. ‘প্রদীপ নিবিয়া গেল’- এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের?

ক. বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’
খ. রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’
গ. বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুন্ডলা’
ঘ. রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’
উ: গ

বিদ্যাবাহি

‘প্রদীপ নিবিয়া গেল’- এ বিখ্যাত সংলাপটি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাসের। ‘কপালকুন্ডলা’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস। চরিত্র: কপালকুন্ডলা, নবকুমার, বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস ‘বিষবৃক্ষ’। রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এর চরিত্রগুলো মধ্যে মহেন্দ্র, বিহারী, বিনোদিনী

ও আশালতা। যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র- কুমুদিনী, মধুসূদন, নবীন ইত্যাদি।

১৮. ‘মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে।’- কার উক্তি?

ক. মীর মশাররফ হোসেনের

খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজীর

গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের উ: ক

বিদ্যাবাষ্টি

ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন বিখ্যাত উক্তি - ‘মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে। তার উল্লেখযোগ্য নাটক- বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উক্তি- ‘শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদন্ধ।’ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের প্রবক্তা। তার উক্তি- ‘আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া, উঠরে মোসলেম উঠরে জাগিয়া...। কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত উক্তি- ‘গাহি সাম্যের গান- মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।’

১৯. বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি?

ক. তৃতীয় বর্ণ খ. দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ

গ. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ঘ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ উ: খ

বিদ্যাবাষ্টি

বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি। যেমন- খ, ঘ, ছ, ঞ ইত্যাদি। বর্গের ১ম, ৩য় ও ৫ম ধ্বনি অল্পপ্রাণ। যেমন- ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

২০. ‘কদাকার’ শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত?

ক. দেশি উপসর্গযোগে।

বিদেশি

উপসর্গযোগে

গ. সংস্কৃত উপসর্গযোগে। কোনোটি নয়

উ: ক

বিদ্যাবাষ্টি

‘কদাকার’ শব্দটি দেশি উপসর্গযোগে গঠিত। দেশি উপসর্গ মোট ২১টি। যথা- অ, অঘা, অজ, আ, অনা, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ ইত্যাদি। বিদেশি উপসর্গ এখনও অনির্ণেয়। বিদেশি উপসর্গের মধ্যে আলাদা আলাদা করে আরবি, ফারসি, ইংরেজি এবং উর্দু-হিন্দি উপসর্গ রয়েছে। সংস্কৃত উপসর্গ মোট ২০টি। যথা- প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দূর, বি, সু, উৎ ইত্যাদি।

২১. যুক্তাক্ষর এক মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরও এক মাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে?

ক. মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত

গ. মুক্তক ঘ. স্বরবৃত্ত উ: ঘ

বিদ্যাবাষ্টি

যুক্তাক্ষর একমাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরও একমাত্রা গণনা করা হয় স্বরবৃত্ত ছন্দে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব ৪, ৫, ৬, ৭ মাত্রার হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়। অসমদীর্ঘ চরণের ছন্দকে বলা হয় মুক্তক ছন্দ। মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক কাজী নজরুল ইসলাম।

২২. নিচের কোনটি অশুদ্ধ?

ক. অহিংস-সহিংস খ. প্রসন্ন-বিষন্ন

গ. দোষী-নির্দোষী ঘ. নিষ্পাপ-পাপিনী উ: গ

বিদ্যাবাষ্টি

নির্দোষী শব্দের সঠিক বানান হলো নির্দোষ। বাকি অপশনের অহিংস- সহিংস, প্রসন্ন-

বিষন্ন, নিষ্পাপ-পাপিণী বিপরীত শব্দগুলো
সঠিক আছে।

২৩. ‘কল্লোল’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কী?

ক. বুদ্ধদেব বসু খ. দীনেশরঞ্জন দাশ
গ. সজনীকান্ত দাস ঘ. প্রেমেন্দ্র মিত্র উ: খ

বিদ্যাবাহুি

‘কল্লোল’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম
দীনেশচন্দ্ররঞ্জন দাশ। পত্রিকাটি ১৯২৩
সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কল্লোল পত্রিকার
সাথে যুক্ত ছিলেন- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব
বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু
দে প্রমুখ। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের
পঞ্চপাণ্ডবই ছিলেন কল্লোল যুগের কাভারি।
বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ‘কবিতা’ পত্রিকা
সম্পাদনা করতেন। সজনীকান্ত দাস
‘শনিবারের চিঠি’ নামক হাস্যরসাত্মক
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

২৪. ‘আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি।’- রবীন্দ্রনাথের এ গানে ‘নিছনি’ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. অপনোদন অর্থে খ. পূজা অর্থে
গ. বিলানো অর্থে ঘ. উপহার অর্থে উ: খ

বিদ্যাবাহুি

এখানে ‘নিছনি’ পূজা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
‘অপনোদন’ শব্দের অর্থ দূরীকরণ, অপসারণ
করা। ‘বিলানো’ অর্থ বিতরণ করা, দেওয়া
এবং ‘উপহার’ শব্দের অর্থ উপঢৌকন,
প্রীতিসূচক দান ইত্যাদি।

২৫. ‘ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।’- কে বলেছেন?

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী

খ. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
গ. প্রমথ চৌধুরী
ঘ. কাজী আব্দুল ওদুদ

উ: ক

বিদ্যাবাহুি

‘ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি
শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম কথাটি বলেছেন
মোতাহের হোসেন চৌধুরী। তার বিখ্যাত
বই- সভ্যতা, সংস্কৃতি কথা, সুখ, নির্বাচিত
প্রবন্ধ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখাগুলোর
মধ্যে-জিজ্ঞাসা, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ইত্যাদি। প্রমথ
চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির
প্রবর্তক। তার ছদ্মনাম ‘বীরবল’। তার প্রবন্ধ-
বীরবলের হালখাতা, ভাসার কথা, নানা
কথা। কাজী আব্দুল ওদুদ ‘বুদ্ধির মুক্তি
আন্দোলন’ এ যুক্ত ছিলেন। তার প্রবন্ধ
‘শাস্ত্রত বঙ্গ’।

২৬. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

ক. আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
খ. তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম
গ. তোমার পরশীকাতরতায় আমি মুগ্ধ
ঘ. সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না
উ: খ

বিদ্যাবাহুি

এখানে শুদ্ধ বাক্য হলো- তার কথা শুনে
আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। অপশন (ক) এর
শুদ্ধ বাক্য হবে- আপনি সপরিবারে
আমন্ত্রিত। (গ) এর সঠিক বাক্য- তোমার
পরশীকাতরতায় আমি মুগ্ধ। (ঘ) এর শুদ্ধ
বাক্য- সেদিন থেকে তিনি সেখানে যান না।

২৭. Ode কী?

ক. শোককবিতা খ. পত্রকাব্য
গ. খন্ড কবিতা ঘ. কোরাসগান উ: ঘ

বিদ্যাবাহুি

‘Ode’ হচ্ছে কোরাসগান। অনেক শিল্পী একত্রে যে গান গায় তাই কোরাস। ‘Elegy’ অর্থ শোক কবিতা। পত্রকাব্য (Epistle) হলো প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে যে কবিতা রচিত হয়।

২৮. মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত

ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?

ক. বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানখ. আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান

গ. ধ্বনিবিজ্ঞানের কথাঘ. ধ্বনিবিজ্ঞানউ: ঘ

বিদ্যাবাহু

‘ধ্বনিবিজ্ঞান’ গ্রন্থের রচয়িতা মুহম্মদ আবদুল হাই। তাকে আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তার বিখ্যাত বই- ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব; তার বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী- ‘বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন’।

২৯. ‘জলে-স্থলে’ কী সমাস?

ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব খ. বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব

গ. অলুক দ্বন্দ্ব ঘ. একশেষ দ্বন্দ্বউ: গ

বিদ্যাবাহু

‘জলে স্থলে’ অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাই অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন- দুধে-ভাতে, দেশে বিদেশে, হাতে- কলমে ইত্যাদি। সমার্থক দ্বন্দ্বের উদাহরণ- হাট-বাজার, খাতা ও পত্র। বিপরীতার্থক দ্বন্দ্বের উদাহরণ- আয়-ব্যয়, জমা-খরচ। একশেষ দ্বন্দ্বের উদাহরণ- আমি, তুমিও সে = আমরা।

৩০. ‘ঔ’ কোন ধরনের স্বরধ্বনি?

ক. যৌগিক স্বরধ্বনিখ. তালব্য স্বরধ্বনি

গ. মিলিত স্বরধ্বনিঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

বিদ্যাবাহু

‘ঔ’ যৌগিক স্বরধ্বনি। ও + উ = ঔ। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ রয়েছে দুটি। তালব্য ধ্বনি যথাক্রমে- চ, ছ, ঢ, ঝ, ঞ।

৩১. ‘বিস্ময়াপন্ন’ সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

ক. বিস্ময় দ্বারা আপন্নখ. বিস্ময়ে আপন্ন

গ. বিস্ময়কে আপন্নঘ. বিস্ময়ে যে আপন্ন
উ: গ

বিদ্যাবাহু

‘বিস্ময়াপন্ন’ এর ব্যাসবাক্য বিস্ময়কে আপন্ন। এটি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস। দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদাপন্ন, পরলোকগত, চিরসুখী ইত্যাদি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ।

৩২. কবি কায়কোবাদ রচিত ‘মহাশ্মশান’ কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল-

ক. পলাসীর যুদ্ধ

খ. তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ

গ. ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

ঘ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

উ: খ

বিদ্যাবাহু

কবি কায়কোবাদ রচিত ‘মহাশ্মশান’ কাব্যের পটভূমি ছিল তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ। এটি সংঘটিত হয় ১৭৬১ সালে। পলাসীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়। ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ এর সাল বাংলা ১১৭৬ এবং ইংরেজি ১৭৭০।

৩৩. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের গ্রন্থ কোনটি?

ক. রহু চন্ডালের হাড় খ. কৈবর্ত খন্ড

গ. ফুল বউ ঘ. অলীক মানুষউ: ঘ

বিদ্যাবাডি

‘অলীক মানুষ এবং কৈবর্ত খন্ড গ্রন্থটির রচয়িতা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ। রাহু চন্ডালের হাড়’ উপন্যাসের লেখক অভিজিৎ সেন। ‘ফুল বউ’ এবং এর লেখক আবুল বাশার।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্য প্রকাশিত হয় কত সনে?

ক. ১৯১০ খ. ১৯১১

গ. ১৯১২ ঘ. ১৯১৩ উ: ক

বিদ্যাবাডি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি কাব্য’ প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। কাব্যটির অনুবাদ হয় ১৯১২ সালে। অনুবাদের নাম ‘song offerings’। এটি সম্পাদনা করেন W.B. Yeats গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য প্রথম এশীয় বাঙালী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

৩৫.

‘আসাদের শার্ট’ কবিতার

লেখক কে?

ক. আল মাহমুদ খ. আব্দুল মান্নান সৈয়দ

গ. অমিয় চক্রবর্তীঘ. শামসুর রাহমানউ: ঘ

বিদ্যাবাডি

‘আসাদের শার্ট’ কবিতার লেখক শামসুর রাহমান। ১৯৬৯ সালে শহীদ আসাদ স্মরণে কবি কবিতাটি লেখেন। আল মাহমুদের বিখ্যাত কবিতা- নোলক, জেলগেটে দেখা। আব্দুল মান্নান সৈয়দের কবিতা- সোনার হরিণ। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- সত্যের মত বদমাস, মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা ইত্যাদি। তার বহুল আলোচিত উপন্যাস- পরিপ্রেক্ষিতের দাসদাসী। অমিয় চক্রবর্তীর বিখ্যাত কবিতা- ‘বাংলাদেশ’। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন।

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৮

১. ‘প্রত্যুষ’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।

ক. প্রতি + উষ খ. প্রত্য + উষ

গ. প্রতি + উষ ঘ. প্রত্য + উষ উ: ক

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

প্রত্যুষ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ প্রতি + উষ।

এটা ই + উ = য় + উ এই নিয়মে গঠিত হয়েছে। যেমন:

অতি + উর্ধ্ব = অতূর্ধ্ব,

ই + উ = য় + উ

এই নিয়মের উদাহরণ:

অতি + উক্তি = অতুক্তি,

প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর।

স্বরসন্ধির কতিপয় উদাহরণ:

অর্থ + এক = অর্থেক,

মিতা + আলি = মিতালি,

ঈদ + উৎসব =

ঈদোৎসব,

ছেলে + আমি = ছেলেমি,

বাবু + আনা = বাবুয়ানা।

২. ‘নন্দিত’ এ বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক. বিষাদ

খ. প্রচ্ছন্ন

গ. নন্দিত

ঘ. বিষন্ন

উ: গ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

‘নন্দিত’ শব্দের বিপরীত শব্দ নিন্দিত।

‘বিষাদ’ শব্দের বিপরীত শব্দ আনন্দ/হর্ষ।

‘প্রচ্ছন্ন’ এর বিপরীত ব্যক্ত। ‘বিষন্ন’ এর বিপরীত প্রসন্ন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ- উগ্র- সৌম্য,

অবচীন- প্রাচীন, প্রাচী- প্রতীচি, ঔদ্ধত্য-
বিনয়, হুষ্ট- পুষ্ট, অলীক- বাস্তব।

৩. 'নিকুঞ্জ' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?

ক. খড়ের ঘর খ. বাগান

গ. খেলার মাঠ ঘ. পাখির বাসা উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'নিকুঞ্জ' শব্দের সঠিক অর্থ বাগান। 'নিকুঞ্জ' শব্দটি বিশেষ্য। যার আরও কিছু অর্থ লতাগৃহ, বাগিচা, উদ্যান ইত্যাদি। 'পাখির বাসা' শব্দের সমার্থক- নীড়, কুলায়, গৃহ ইত্যাদি। 'কুঞ্জ' শব্দের সমার্থক- অরণ্য, অরণ্যানী, অটবি, জঙ্গল, কানন, বিপিন, বনানী, কান্তার, গহন।

৪. কোন বানানটি অশুদ্ধ?

ক. উপচার্য খ. উপাধ্যক্ষ

গ. উপাদান ঘ. উপার্জন উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'উপাচার্য' বানানটি অশুদ্ধ। শুদ্ধ বানানটি হবে উপাচার্য। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী। অপশনের উপাধ্যক্ষ, উপাদান, উপার্জন বানান তিনটি সঠিক। উপাধ্যক্ষ, উপাদান, উপার্জন বানান তিনটি সঠিক। কিছু শুদ্ধ বানান- উপযোগিতা, উপর্যুক্ত, উৎকর্ষ, উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, উন্মীলন, উদীচী, উদীয়মান ইত্যাদি।

৫. 'বরণের যোগ্য যিনি' বাক্যটিকে এক কথায় প্রকাশ করুন।

ক. বরণীয় খ. বরণ্য

গ. বীরপুরুষ ঘ. বীর উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বরণের যোগ্য যিনি = বরণ্য। এই সম্পর্কিত কিছু বাক্য সংকোচন নিম্নরূপ- আরাধনা করিবার যোগ্য- আরাধ্য। ধন্যবাদের যোগ্য- ধন্যবাদার্থ। যা চুষে খাবার যোগ্য- চুষ্য। যা পান করার যোগ্য- পেয়। যা পাঠ করার যোগ্য- পাঠ্য। যা নিন্দার যোগ্য নয়-

অনিন্দ্য। যা খাওয়ার যোগ্য- খাদ্য। যা চেটে খাবার যোগ্য- লেহ্য। প্রশংসার যোগ্য- প্রশংসার্য।

৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. আধ্যক্ষর খ. আদ্যখর

গ. আদ্যাক্ষর ঘ. আদ্যোক্ষর উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বানানটি আদ্যাক্ষর। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বানান: সাক্ষ্যদান, লক্ষ্মী, তিতিক্ষা, আকাজক্ষা, চক্ষুন্মীলন, ক্ষুৎপিড়িত, ভদ্রোচিত, রুগ্ণ, সন্ন্যাসী, নৈর্ঋত, বিভীষিকা, ভূমধ্যকারী, আয়ত্ত, আভ্যন্তর, আপাদমস্তক, আদ্যন্ত, আভিধানিক, আশিষ ইত্যাদি।

৭. বহুব্রীহি সমাস কয় প্রকার?

ক. আট প্রকার খ. ছয় প্রকার

গ. দশ প্রকার ঘ. তিন প্রকার উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার। যথা: ১) সমানাধিরণ- পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য অথবা পূর্বপদ বিশেষ এবং পরপদ বিশেষণ। যেমন: নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ। ২) ব্যাধিকরণ- দুটোই বিশেষ্য। যেমন: বীণা পানিতে যার- বীণাপাণি। ৩) মধ্যপদলোপী- গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে= গায়েহলুদ। ৪) ব্যতিহার- কানে কানে যে কথা= কানাকানি। ৫) অলুক- গলায় গামছা যার= গলায়গামছা। ৬) নঞ্চ বহুব্রীহি- ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান। ৭) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি- এক দিকে চোখ যার- একচোখা। ৮) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি- দশ আনন যার= দশানন।

৮. 'কচুবনের কাঁলাচাদ' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক. অপদার্থ খ. সাদাসিধা লোক

গ. সৌখিন ব্যক্তি ঘ. নিরীহ ব্যক্তি উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘কচুবনের কাঁলাচাদ’ বাগধারার অর্থ-
অপদার্থ। অপদার্থ অর্থে বাগধারা- অকাল
কুস্মান্দ, আমড়া কাঠের ঢেঁকি, কায়েতের
ঘরের ঢেঁকি, বট ঠাকুর, ঘটিরাম,
উনপাজুরে, গোবর গনেশ, ঢেঁকির কুমিড়,
ঠুটোঁ জগন্নাথ। ‘ফুল বাবু’ বাগধারাটির অর্থ
সৌখিন লোক।

৯. ‘মাথা খাও, ভুলিওনা খেয়ো মনে করে’-‘মাথা
খাও’ বলতে বুঝায়-

ক. মাথার দিব্যি খ. মাথা ব্যথা

গ. মাথা খাওয়া ঘ. মাথা ধরা উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘মাথা’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।
যেমন- মাথা খাওয়া- শপথ করা বা মাথার
দিব্যি দেওয়া বা সর্বনাশ করা। মাথা কাটা
যাওয়া- সম্মানহানী। মাথা উঁচু করে চলা-
গর্বভরে চলা। মাথা ঘামানো- দায়িত্ব
নেওয়া। মাথা ধরা- রোগ বিশেষ। মাথাপিছু-
জনপ্রতি, মাথা ব্যথা- আঘাত, মাথা খাটানো-
বুদ্ধি খাটানো, মাথা গরম করা- রাগান্বিত
হওয়া। মাথায় হাত দেওয়া- ফাঁকি দেওয়া।
মাথা হেট করা-লজ্জায় মাথা নিচু করা।

১০. ‘দেশের জন্য সেবা কর’ ‘দেশের’ কোন
কারকে কোন বিভক্তি?

ক. কর্তায় শূন্য খ. কর্মে শূন্য

গ. কর্মে ষষ্ঠী ঘ. সম্প্রদানে ষষ্ঠী উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেশের জন্য সেবা কর- সম্প্রদানে ষষ্ঠী।
দেশের জন্য প্রাণ দাও- সম্প্রদানে ৪র্থী।
অর্থ অনর্থ ঘটায়, এক যে ছিল রাজা- কর্তায়
শূন্য।

প্রাণপণে চেষ্টা করো, বাজিল কাহার বীণা-
কর্মে শূন্য।

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম- কর্মে
ষষ্ঠী।

১১. ‘শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = ‘উচ্ছৃঙ্খল’ কোন
সমাস?

ক. দ্বন্দ্ব

খ. অব্যয়ীভাব

গ. বহুব্রীহি

ঘ. তৎপুরুষ

উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল
(অব্যয়ীভাব)। গুরুত্বপূর্ণ অব্যয়ীভাব সমাস:
বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, রীতিকে
অতিক্রম না করে = যথরীতি, বিধিকে
অতিক্রম না করে = যথাবিধি, দ্বন্দ্ব সমাস-
কালি ও কলম = কালিকলম, লতা ও পাতা =
লতাপাতা। বহুব্রীহি = নদী মাতা যার =
নদীমাতৃক, দ্বীর সহিত বর্তমান = সঙ্গীক।
তৎপুরুষ- বিশ্বের কবি = বিশ্বকবি (ষষ্ঠী
তৎপুরুষ), গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি (চতুর্থী
তৎপুরুষ)।

১২. ‘প্রাচীন’ এর বিপরীতার্থক শব্দ কি?

ক. নতুন

খ. বর্তমান

গ. অর্বাচীন

ঘ. কোনটিই নয় উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘প্রাচীন’ এর বিপরীতার্থক শব্দ অর্বাচীন।
‘নতুন’ এর বিপরীত পুরাতন। ‘বর্তমান’ এর
বিপরীত অবর্তমান। ‘বিপরীত’ এর বিপরীত
সমার্থক। ‘মানুষ’ এর বিপরীত অমানুষ।
‘তিরস্কার’ এর বিপরীত পুরস্কার। ‘দণ্ড’ এর
বিপরীত পুরস্কার। ‘দারিদ্র্য’ এর বিপরীত
ঐশ্বর্য।

১৩. ‘অন্বেষণ’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।

ক. অনু + এষণ খ. অন্ব + এষন

গ. অন + এষণ ঘ. অন্ব + এষণ উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘অন্বেষণ’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ অনু + এষণ।
নিয়মটি হলো উ + এ = ব + এ। গুরুত্বপূর্ণ
সন্ধি বিচ্ছেদ- হিত + এষণা = হিতৈষণা,
গবে + এষণা = গবেষণা, রবি + ইন্দ্র =

রবীন্দ্র, পরি + ইক্ষা = পরীক্ষা, ইতি +
আদি = ইত্যাদি, জন + এক = জনৈক।

১৪. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'—এখানে 'টাপুর টুপুর'
কোন ধরনের শব্দ?

ক. ছড়ার শব্দ খ. শব্দের দ্বিরুক্তি
গ. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তিঘ. পদের দ্বিরুক্তি
উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' এখানে টাপুর টুপুর
ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক
দ্বিরুক্তির উদাহরণ- কুটুস- কুটুস, ধক ধক,
ঝন ঝন, পট পট, ঝমঝমি, হাপুস হুপুস
ইত্যাদি। শব্দের দ্বিরুক্তি- ভালো ভালো,
ফোঁটা ফোঁটা, বড় বড়। পদের দ্বিরুক্তি-
দেশে দেশে, মনে মনে, ঘরে ঘরে, হাতে
নাতে, দুধে ভাতে।

১৫. 'একাদশে বৃহস্পতি' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক. বিপদে পড়া খ. সৌভাগ্যের বিষয়
গ. দিনের প্রথম ভাগঘ. আনন্দের বিষয়
উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'একাদশে বৃহস্পতি' বাগধারার অর্থ
সৌভাগ্যের বিষয়/সুসময়। বিপদে পড়া অর্থে
বাগধারা- অকূলে ডোবা/পড়া, অকূল পাথারে
ভাসা, অকূলের কূল, অথৈ জল। এসপার
ওসপার- মীমাংসা, একচোখা-
পক্ষপাতিত্ব/পক্ষপাতদুষ্ট। এক মাঘে শীত
যায় না- বিপদ একবারই আসে না। এঁড়ে
তর্ক- যুক্তিহীন তর্ক।

১৬. 'কথায় বর্ণনা করা যায় না যা'—এ বাক্যের
সংক্ষিপ্ত রূপ কী?

ক. অনির্বচনীয় খ. অবর্ণনীয়
গ. নির্বচনীয় ঘ. বর্ণনাভীত উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কথায় বর্ণনা করা যায় না- অবর্ণনীয়। যা
বাক্যে প্রকাশ করা যায় না- অনির্বচনীয়।
কথায় বর্ণনা করা যায় যা - নির্বচনীয়। যা

বর্ণনা করা যায় না- বর্ণনাভীত। যিনি অধিক
কথা বলেন না-মিতভাষী। যিনি কম কথা
বলেন- স্বল্পভাষী। যিনি বেশি কথা বলেন-
বাচাল।

১৭. 'দুর্দান্ত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক. কোমল খ. নিরীহ
গ. সুস্থির ঘ. সুবিনীত উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'দুর্দান্ত' এর বিপরীত শব্দ নিরীহ। কোমল-
কর্কশ, স্থির-আবর্ত, বিনীত-দুর্বিনীত,
যোজক- প্রণালী, হৃদয়- অহৃদয়, দম্ভ-বিনয়,
সংহত-বিভক্ত, সত্বর-মহুর, নৈসর্গিক-
কৃত্রিম।

১৮. লোকসাহিত্য কাকে বলে?

ক. গ্রামীণ অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট
রচনাকে

খ. গ্রামীণ নর-নারীর প্রণয়ন সংবলিত
উপাখ্যানকে

গ. লোক সাধারণের কর্যাণে দেবতার
শ্রুতিমূলক রচনাকে

ঘ. লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি, গান,
ছড়া ইত্যাদি উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

লোক সাহিত্য বলতে লোকের মুখে মুখে
প্রচলিত কাহিনি, গান, ছড়া, ইত্যাদি। লোক
সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা ছড়া। বাংলা
সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কাব্য।

১৯. 'নীল লোহিত' কার ছদ্মনাম?

ক. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খ. রাজশেখর বসু
গ. সমর সেন ঘ. সমরেশ মজুমদার উ: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম- নীল লোহিত,
নীল উপাধ্যায়, সনাতন পাঠক। রাজশেখর
বসুর ছদ্মনাম- পরশুরাম। সমরেশ
মজুমদারের ছদ্মনাম- যীশু দাসগুপ্ত,
কালকূট। সমর সেনের উপাধি- নাগরিক
কবি।

২০. কোনটি জহির রায়হান রচিত উপন্যাস নয়?

ক. তৃষ্ণা খ. নিষ্কৃতি
গ. কয়েকটি মৃত্যু ঘ. শেষ বিকেলের মেয়ে
উ: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

জহির রায়হানের উপন্যাস ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস- হাজার

বছর ধরে, কয়েকটি মৃত্যু, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী, তৃষ্ণা। নিষ্কৃতি, দেবদাস, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস।

১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০২২

১. বাংলা ভাষার উৎস কী? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. হিন্দি ভাষা খ. বৈদিক ভাষা
গ. উড়িয়া ঘ. অনার্য ভাষা উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

অপশনগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষার উৎস অনার্য ভাষা। আর্যরা মূলত ইরান, মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসে প্রাধান্য বিস্তার করে। তারা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের অনার্য বলে অভিহিত করে। অনার্যদের ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়। এভাবেই বাংলা ভাষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই দেশে আর্য ভাষা প্রচলিত হওয়ার আগে যেসব ভাষা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা, কোল, সাঁওতাল, খাসিয়া, প্রভৃতি ভাষা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর্য ভাষার চারটি নাম দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় বংশ। বেদ বা সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের ভাষাই বৈদিক ভাষা। লেখা প্রচলনের পূর্বে কয়েক শতাব্দী ধরে ভাষাটি মৌখিকভাবে সংরক্ষিত ছিল।

২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন কোনটি? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. মধুমালতী খ. সিকান্দরনামা
গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি উ: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এর রচয়িতা মধ্যযুগের আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস। গ্রন্থটি খাঁটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামটি রাখেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ। তিনি গ্রন্থটি পশ্চিম-বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্ল্যা গ্রামের এক গোয়ালঘর থেকে আবিষ্কার করেন। মধুমালতী কাব্যের কবি হলেন সৈয়দ হামজা। সিকান্দরনামা-মহাকবি আলাওলের সাহিত্যকর্ম। আলাওলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে পদ্মাবতী, হস্তপয়কর, তোহফা, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পদাবলি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৈষ্ণব পদাবলি, যা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত। বৈষ্ণব পদাবলি সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধ্বে তিনি ‘পদসমুদ্র’ গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সংকলিত করেন। বৈষ্ণব

পদাবলিতে রস ৫টি। যথা- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

৩. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. অব্যয় খ. সম্বোধন পদ
গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া উ: ক

দ্বিভাষাভিষ্টি ব্যাখ্যা

সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় অব্যয় পদ। ন- ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় পদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য- ১) অব্যয় পদের সাথে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। ২) অব্যয় পদের একবচন বহুবচন হয় না। ৩) অব্যয় শব্দের স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না। অব্যয় পদ ৩ প্রকার। যথা : বাংলা, তৎসম ও বিদেশি। সম্বোধন পদ- মা, এক গ্লাস জল দাও।

ও ভাই, একটা কথা শোন। সর্বনাম পদ - আমি, আমরা, তুমি তোমরা, আপনি, এটা, ওটা। ক্রিয়া পদ- করছে, করে, পড়ে, পড়বে ইত্যাদি।

৪. ভাষার কোন রীতি তৎসম শব্দবহুল? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. সাধুরীতি খ. চলিতরীতি
গ. কথ্যরীতি ঘ. লেখ্যরীতি উ: ক

দ্বিভাষাভিষ্টি ব্যাখ্যা

ভাষার সাধুরীতি তৎসম শব্দবহুল। তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন ভাষাকে সাধু ভাষা হিসেবে অভিহিত করা হয়। দাপ্তরিক কাজ, সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে লেখ্য বাংলা ভাষায় সাধু রীতির কম হয়। উনিশ

শতকের শুরুতে সাধু রীতির জন্য ঘটে। রাজা রামমোহন রায় প্রথম সাধু ভাষার প্রয়োগ করেন। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে চলিত ভাষা বলে। চলিত ভাষার আদর্শরূপ থেকে গৃহীত ভাষাকে বলা হয় প্রমিত ভাষা। আদর্শ কথ্য রীতি হলো বাঙালি জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন কথ্য ভাষা। বক্তব্য, আলোচনা, নাটক ও সংগীতে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। লিখিত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনের নাম 'চর্যাপদ'। প্রায় ১০০০ বছর আগে লেখ্য রীতিতে এটি রচিত। তবে প্রমিত রীতিই লেখ্য বাংলা ভাষার সর্বজন গ্রাহ্য লিখিত রূপ।

৫. প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নাম-[১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. তত্ত্ববোধিনী খ. সবুজপত্র
গ. কল্লোল ঘ. ধুমকেতু উ: খ

দ্বিভাষাভিষ্টি ব্যাখ্যা

প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকা 'সবুজপত্র'। পত্রিকাটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। চলিত রীতির বিকাশে এ পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও এই পত্রিকায় লেখার সুবাদে চলিত গদ্যরীতির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। সাহিত্য জগতে এ পত্রিকা 'সবুজপত্র গোষ্ঠী' তৈরি করতে সক্ষম হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকাটি ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র ছিল। 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদকের নাম দীনেশরঞ্জন দাশ। পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাকে ঘিরে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক বলয় তৈরি হয়েছিল। 'ধুমকেতু' কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত

পত্রিকা। পত্রিকাটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পত্রিকায় অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছিলেন।

৬. ‘কলম’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে গৃহীত? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. সংস্কৃত খ. আরবি
গ. ফারসি ঘ. তুর্কি উ: খ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

কলম শব্দটি আরবি ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ। আরবি ভাষার আরও কিছু শব্দ- আল্লাহ, ইসলাম, ওয়ু, কুরআন, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হারাম, হালাল, ঈদ, দোয়াত, কলম, কিতাব নগদ বাকি ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দ- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, ভাষা, ব্যাকরণ, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদি। ফারসি শব্দ- নামাজ, রোজা, দোজখ, বেহেশত, হাদিস, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি। তুর্কি শব্দ- উজবুক, উর্দু, কাঁচি, কুলি, চাকু, খোকা, বাবা, চাকর, দারোগা, বন্দুক, লাশ, বেগম, সওগাত ইত্যাদি।

৭. ‘পাউরুটি’ কোন ভাষার শব্দ? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. পাঞ্জাবি খ. ফরাসি
গ. গুজরাটি ঘ. পর্তুগিজ উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

পাউরুটি, সাগু, আনারস, আচার, কাজু, পেয়ারা, পেঁপে, ইংরেজ, ইস্পাত, গির্জা, গুদাম, গামলা, চাবি, জানালা, বালতি ইত্যাদি পর্তুগিজ শব্দ। পাঞ্জাবি শব্দ- চাহিদা, শিখ ইত্যাদি। ফরাসি শব্দ- ওলন্দাজ, কার্তুজ, কুপন, ক্যাফে, গ্যারেজ,

ডিপো, রেস্তোরা, রেনেসাঁ, বুর্জোয়া ইত্যাদি। গুজরাটি শব্দ- খদর, হরতাল, জয়ন্তি ইত্যাদি।

৮. ‘আবির্ভাব’ এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. অভাব খ. স্বভাব
গ. অনুভাব ঘ. তিরোভাব উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

‘আবির্ভাব’ শব্দের বিপরীত শব্দ তিরোভাব। ‘অভাব’ এর বিপরীত শব্দ- সচ্ছল। অনুভবের বিপরীত শব্দ মহিমাহীন। বিপরীত শব্দের কতিপয় উদাহরণ- উগ্র- সৌম্য, অনাবিল- আবিল, অর্বাচীন- প্রাচীন, আকস্মিক- চিরন্তন, নৈসর্গিক- কৃত্রিম, প্রতিযোগী- সহযোগী, ঔদ্ধত্য- বিনয়, ক্ষীয়মান- বর্ধমান, অনুলোম- প্রতিলোম।

৯. ‘জায়া’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. অর্ধাঙ্গিনী খ. কন্যা
গ. নন্দিনী ঘ. ভাগনী উ: ক

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

‘জায়া’ শব্দের সমার্থক শব্দ অর্ধাঙ্গিনী, স্ত্রী, ভাৰ্যা, পত্নী, সহধর্মিনী, দার, দারা, দয়িতা, বনিতা, কান্তা, বধূ, বউ ইত্যাদি। কন্যা শব্দের সমার্থক- মেয়ে, তনয়া, নন্দিনী, সুতা, দুহিতা, আত্মজা, দরিকা, পুত্রী, ঝি, বালা। ভাগনী শব্দের অর্থ বোনের মেয়ে।

১০. ‘সাক্ষী গোপাল’ বাগধারাটির অর্থ কী? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. অপদার্থ খ. মূর্খ
গ. নিরেট বোকা ঘ. নিক্রিয় দর্শক উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ☑ ব্যাখ্যা

‘সাক্ষী গোপাল’ বাগধারাটির অর্থ নিষ্ক্রিয় দর্শক। অপদার্থ অর্থে বাগধারা- কচুবনের কালাচাঁদ, ধর্মের ষাড়, কায়েতের ঘরের ঢেঁকি, নন্দভুজি, ঘটীরাম, নালায়েক, ঘটগরুড়, জরদগব, ঢেকির কুমির ইত্যাদি। নিরেট মূর্খ বা বোকা অর্থে- গোবর গণেশ।

১১. সম্বোধন পদে কোন যতি চিহ্ন বসে? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. কমা খ. ড্যাস
গ. সেমিকোলন ঘ. হাইফেন উ: ক

দ্বিমার্য চিহ্ন ব্যাখ্যা

সম্বোধন পদে কমা বসে। কমার অন্য নাম পাদচ্ছেদ। কমা চিহ্নের বিরতিকাল ১ বলতে যে সময় প্রয়োজন। সেমিকোলন এর অন্য নাম অর্ধচ্ছেদ। এর বিরতিকাল ১ বলার দ্বিগুণ সময়। একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেমিকোলন বসে। ড্যাস চিহ্নের বিরতিকাল এক সেকেন্ড। দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন বসে। যেমন- তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না- বাড়বে। হাইফেন চিহ্নে থামার প্রয়োজন নেই। সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয়।

১২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. স্বায়ত্ব খ. স্বায়াত্ব
গ. স্বায়ত্ত ঘ. স্বায়ত্ত্ব উ: গ

দ্বিমার্য চিহ্ন ব্যাখ্যা

শুদ্ধ বানানটি স্বায়ত্ত্ব। ব- ফলা যুক্ত কয়েকটি শব্দ- স্বায়ত্ত্বশাসন, স্বত্ব, স্বাধীন, স্বাতন্ত্র্য, স্বরূপ, স্বার্থ, স্বীকার, স্বচ্ছন্দ, স্বচ্ছ, মহত্ব,

বিদ্বান, পক্ষ, দ্বন্দ্ব, শাস্ত্রত, স্বাক্ষর, শ্বাস, বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রজ্জ্বলিত, প্রতিদ্বন্দ্বী, সরস্বতী, উজ্জ্বল, স্বাদ ইত্যাদি।

১৩. ‘চতুষ্পদ’ শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. চতুর+পদ খ. চতুষ+পদ
গ. চতু+পদ ঘ. চতুঃ+পদ উ: ঘ

দ্বিমার্য চিহ্ন ব্যাখ্যা

‘চতুষ্পদ’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ। গুরুত্বপূর্ণ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ : চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ, প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ, চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ, অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ, চতুঃ + তয় = চতুষ্টয়, দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা, চতুঃ + দিক = চতুর্দিক, সদ্যঃ + জাত = সদ্যেজাত।

১৪. ‘মানব’ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. মুন+ষঃ খ. মনু+অব
গ. মনু+ষঃ ঘ. মা+নব উ: গ

দ্বিমার্য চিহ্ন ব্যাখ্যা

‘মানব’ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় মনু + ষঃ। ষঃ (অ) প্রত্যয় যোগে- যদু + ষঃ = যাদব, শিব + ষঃ = শৈব, জিন + ষঃ = জৈন, শক্তি + ষঃ = শাক্ত, বুদ্ধ + ষঃ = বৌদ্ধ, বিষ্ণু + ষঃ = বৈষ্ণব, শিশু + ষঃ = শৈশব, গুরু + ষঃ = গৌরব, কিশোর + ষঃ = কৈশোর।

১৫. নিচের কোনটি প্রত্যয়যোগে গঠিত জীবচাক শব্দ? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. বাদী খ. সভানেত্রী
গ. জেলেনি ঘ. পেত্রী উ: গ

দ্বিমার্য চিহ্ন ব্যাখ্যা

প্রত্যয়যোগে গঠিত জীবচাক শব্দ জেলেনি। ‘জেলেনি’ শব্দটি নি- প্রত্যয় যোগে গঠিত

শব্দ। নি- প্রত্যয় যোগে : জেলে - জেলেনি,
ধোপা- ধোপানি, বেদে- বেদেনি। নী-
প্রত্যয় যোগে : কামার- কামারনী, কুমার-
কুমারনী, মজুর- মজুরনী। ইনি- প্রত্যয়
যোগে : কাঙাল- কাঙালিনি, গোয়ালা-
গোয়ালিনি, বাঘ- বাঘিনি।

১৬. 'পাপে বিরত থাকো' - কোন কারকে কোন
বিভক্তি? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-
২০২২]

ক. অপাদানে ৭মী খ. করণ কারকে ৭মী

গ. অধিকরণে ৭মীঘ. কর্ম কারকে ৭মীউ: ক

দ্বিভাব্যাক্তি ☑ ব্যাখ্যা

পাপে বিরত থাকো- অপাদানে ৭মী,
পরাজয়ে ডরে না বীর- অপাদানে ৭মী,
বিপদে আমি যেন না করি ভয়- অপাদানে
৭মী।

করণ কারকে ৭মী : অর্থে অনর্থ ঘটে, কাঁথায়
শীত মানে না, টানে এক আঁকে বক।
অধিকরণে ৭মী : এ দেহে প্রাণ নেই, গগনে
গরজে মেঘ ঘন বরষা, ভোরে সূর্য ওঠে। কর্মে
৭মী : পুলিশে খবর দাও, বিপদে যেন করিতে
পারি জয়, তোমায় দেখলেও পাপ।

১৭. বিভক্তিহীন নামপদকে কী বলে? [১৭তম
প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. বিশেষ্য খ. সমাস

গ. অব্যয় ঘ. প্রাতিপদিক উ: ঘ

দ্বিভাব্যাক্তি ☑ ব্যাখ্যা

বিভক্তিহীন নামপদকে বলে প্রাতিপদিক।
উদাহরণ- ফল, ঘর, জল, হাত, কথা,
লোক, ছেলে, মা, ভাই। বিশেষ্য- নামবাচক
শব্দ- যেমন- রহিম, ঢাকা, জনতা, সৌন্দর্য,
গমন, দর্শন ইত্যাদি। সমাস শব্দের অর্থ-
সংক্ষেপন, মিলন, একাধিক পদের
একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন

একাধিক শব্দের একসাথে যুক্ত হয়ে একটি
বড় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।
সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে।
সমাস ৬ প্রকার। অব্যয়- ন ব্যয় = অব্যয়।
অর্থাৎ যার কোন ব্যয় নেই, যা কখনো
পরিবর্তন হয় না। অব্যয় ৩ প্রকার। যথা-
বাংলা, তৎসম ও বিদেশি। যেমন- আর,
আবার, ও, হ্যাঁ, না, যদি, যথা, হঠাৎ,
অর্থাৎ, আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ
ইত্যাদি।

১৮. কোনটি 'উপপদ তৎপুরুষের' উদাহরণ?
[১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. ছেলেধরা খ. প্রতিবাদ

গ. বিলাতফেরত ঘ. উপগ্রহ উ: ক

দ্বিভাব্যাক্তি ☑ ব্যাখ্যা

উপপদ তৎপুরুষের উদাহরণ- ছেলেধরা, যে
পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয়
যুক্ত হয়, সে পদকে উপপদ বলে। যেমন-
ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা, ধামা ধরে যে =
ধামাধরা, পকেট মারে যে = পকেটমার,
মাছি মারে যে = মাছিমাঝা, জলে চরে যা =
জলজ, জল দেয় যে = জলদ, গৃহে থাকে যে
= গৃহস্থ, গলা কাটে যে = গলাকাটা।

১৯. সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [১৭তম প্রভাষক
নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. আকাশ খ. ছাড়পত্র

গ. মৃত্তিকা ঘ. সাগর উ: খ

দ্বিভাব্যাক্তি ☑ ব্যাখ্যা

সমাসবদ্ধ পদ ছাড়পত্র। সমাসবদ্ধ বা সমাস
নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ
পদ। যে যে পদে সমাস হয়, তাদের
প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে। সমাসযুক্ত
পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ এবং শেষের

অংশকে পরপদ বা উত্তরপদ বলে। সমস্তপদকে ভাঙলে যে বাক্যাংশ পাওয়া যায় তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বা সমাসবাক্য বলে। সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা: দ্বন্দ্ব সমাস (উভয়পদ প্রধান), কর্মধারয় সমাস (পরপদ প্রধান), তৎপুরুষ সমাস (পরপদ প্রধান), বহুব্রীহি সমাস (কোন পদই প্রাধান্য থাকে না), দ্বিগু সমাস (সংখ্যাবাচক শব্দ থাকবে), অব্যয়ীভাব সমাস (পূর্বপদের অর্থ প্রধান)।

২০. কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস এর উদাহরণ? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. চিরসুখী খ. দশানন
গ. গায়েহলুদ ঘ. কানাকানি উ: ঘ

দ্বিভাষ্য  ব্যাখ্যা

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ কানাকানি। ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। একই রূপ দুটি বিশেষ্য পদ একসাথে বসে পরস্পর একই জাতীয় কাজ করলে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। এ সমাসে পূর্বপদে ‘আ’ এবং উত্তর পদে ‘ই’ যুক্ত হয়। যেমন- কানে কানে যে কথা = কানাকানি, লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি, কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি, গলায় গলায় যে মিলন = গলাগলি, হেসে হেসে যে আলাপ = হাসাহাসি। চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপীয়া সুখী (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস), দশানন = দশ আনন যার (সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস), গায়ে হলুদ = গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে (মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি)।

২১. ‘পোস্টাল কোড’ কী নির্দেশ করে? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. প্রাপকের এলাকাখ. ডাকবিভাগের নাম
গ. পোস্ট অফিসের নামঘ. প্রেরকের এলাকা
উ: ক

দ্বিভাষ্য  ব্যাখ্যা

‘পোস্টাল কোড’ প্রাপকের এলাকা নির্দেশ করে। ‘প্রাপক’ অর্থ যার কাছে চিঠি পাঠানো হয়। চিঠি মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। যথা : শিরোনাম ও পত্রগর্ভ। শিরোনামের প্রধান অংশ প্রাপকের ঠিকানা। ‘লেফাফা’ শব্দের অর্থ- খাম বা চিঠিপত্রের উপরের আবরণ বিশেষ; এতে ডাকটিকেট লাগানো থাকে। পোস্টাল কোড পোস্ট অফিসের নাম নির্দেশ করে। প্রবাসী বন্ধুকে লেখা পত্রের ঠিকানা ইংরেজিতে লিখতে হয়। পূর্ণ ও স্পষ্ট ঠিকানার অভাবে চিঠিপত্র ডেড লেটারে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত চিঠির কাঠামোতে ৬ টি অংশ থাকে।

২২. ‘সন্ধি’ ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. রূপতত্ত্বে খ. বাক্যতত্ত্বে
গ. অর্থতত্ত্বে ঘ. ধ্বনিতত্ত্বে উ: ঘ

দ্বিভাষ্য  ব্যাখ্যা

সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় (Phonology)– ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনি পরিবর্তন, বর্ণমালা, বাগযন্ত্র, বাগযন্ত্রের উচ্চারণ প্রক্রিয়া, ণ-ত্ব ও ষ- ত্ব বিধান, সন্ধি ইত্যাদি। শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় (Morphology) – শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দ, পারিভাষিক শব্দ, লিঙ্গ, বচন, পদাশ্রিত নির্দেশক, সমাস, উপসর্গ, অনুসর্গ, ধাতু, পদ, পুরুষ অনুজ্ঞা, ক্রিয়ার কাল ইত্যাদি। অর্থতত্ত্বের আলোচ্য– (Semantics)–

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, বিপরীত শব্দ, সমার্থক বা প্রতিশব্দ, শব্দজোড় ও বাগধারা। **বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য (Syntax) :** বাক্য ও বাক্য বিন্যাস, বাক্য রূপান্তর, উক্তি, বাচ্য, বিরাম চিহ্ন, কারক।

২৩. **Edition** শব্দের অর্থ- [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. সংস্করণ খ. সম্পাদক
গ. সম্পাদকীয় ঘ. অনুসন্ধান উ: ক

বিদ্যাবাহুি ☑ ব্যাখ্যা

Edition শব্দের অর্থ- সংস্করণ। আরও গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দার্থ- **Exhibition-** প্রদর্শনী, **Embassy-** দূতাবাস, **Executive-** নির্বাহী, **Excise Duty-** আবগারী শুল্ক, **Epic-** মহাকাব্য, **Equation-** সমীকরণ, **Epicurism-** ভোগবাদ, **Eradication-** উচ্ছেদ, **Extension-** সম্প্রসারণ।

২৪. ‘ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী’ নিচের কোন নিয়মে হয়েছে [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. আ+ঈ=এ খ. অ+ঈ=এ
গ. আ+ই=এ ঘ. অ+ই=এ উ: ক

বিদ্যাবাহুি ☑ ব্যাখ্যা

ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী। এটি আ + ঈ = এ, এই নিয়মে হয়েছে। আরও কিছু উদাহরণ- মহা + ঈশ = মহেশ, রমা + ঈশ = রমেশ, মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর, উমা + ঈশ = উমেশ, গঙ্গা + ঈশ্বর = গঙ্গেশ্বর। অ + ঈ = এ, নিয়মের উদাহরণ- পরম + ঈশ = পরমেশ, নর + ঈশ = নরেশ। অ + ই = এ, নিয়মের উদাহরণ - শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা, রাজ + ইন্দ্র = রাজেন্দ্র।

২৫. বন্ধনী চিহ্ন সাহিত্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?

[১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]

ক. ধাত বোঝাতে খ. অর্থমূলক

গ. ব্যাখ্যামূলক ঘ. উৎপন্ন বোঝাতে উ: গ

বিদ্যাবাহুি ☑ ব্যাখ্যা

বন্ধনী চিহ্ন সাহিত্যে ব্যাখ্যামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন ও কাল নির্দেশের ক্ষেত্রে বন্ধনীর ব্যবহার হয়। যেমন- তিনি ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) জন্মগ্রহণ করেন। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯- ১৯৭৬) চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (), { }, [] এই তিনটি ব্রাকেট চিহ্ন গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে সাহিত্যে ব্যাখ্যামূলক অর্থে শুধু প্রথম বন্ধনী ব্যবহৃত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে দাঁড়ি, কমা, কোলন সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। বিরাম বা যতিচিহ্ন মোট ১৪টি। যতিচিহ্নকে বিরামচিহ্ন বা বিরতি চিহ্ন বলা হয়।